R. N. No. 2582/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

"শিব ব্রাণ্ড" খাঁটি সরিষার তেল ১০০% বিশুদ্ধ।
প্রস্তুতকারক :
শিব-আ-অয়েল
সাজুর মোড় ★ দফাহাট
মুর্শিদাবাদ
ফোন : ০৩৪৮৫-২৬২০১১, ২৬৩৮৮৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৭ই আষাঢ়, বুধবার, ১৪১২ সাল। ২২শে জুন, ২০০৫ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা। বার্ষিক : ৫০ টাকা

জঙ্গিপুরের চেয়ারম্যান আবার সেই মৃগাঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার নব নির্বাচিত কাউন্সিলারদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আজ ২২ জুন। চেয়ারম্যান সি পি এমের দুঁদে নেতা আবার সেই মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। ১৯৭৯ সালে বামপন্থীদের সমর্থনে হরিপ্রসাদ মুখার্জী চেয়ারম্যান থাকাকালীন দু' বছরের মাথায় বোর্ড ভেঙে যায়। সে সময়েই মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের চেয়ারম্যান পদে হাতেখড়ি। ১৯৮১ পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৮২ তে কংগ্রেসের সমর্থনে আবার হরিপ্রসাদ মুখার্জী চেয়ারম্যান হন। এরপর কিছুদিনের মধ্যে হরিপ্রসাদবাবু মারা যান। ১৯৮২ থেকে ৮৪ পর্যন্ত পুরপতির দায়িত্বে আবার মৃগাঙ্ক। এরপর ১৯৯০ থেকে টানা আজ পর্যন্ত মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য একই আসনে। জেলা পুর রাজনীতিতে সুদীর্ঘকাল পুরপতির আসন দাপটের সঙ্গে দখল করে রাখার নজির জঙ্গিপুরেই প্রথম এবং তার কিংবদন্তী নায়ক মৃগাঙ্ক। এ প্রসঙ্গে মৃগাঙ্ক বলেন—বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত চেয়ারম্যান হবে সি পি এম থেকে এবং ভাইস চেয়ারম্যান ফঃ ব্লকের। এখানে ফঃ ব্লকের কোন অস্তিত্ব না থাকায় স্বাভাবিকভাবে আর এস পির একমাত্র জয়ী প্রার্থী জুলি বিবি প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছেন।

জঙ্গিপুর আর, এম, সির কর্মী গৌতম রুদ্রের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরকারী নিয়মকানুনকে তোয়াক্কা না করে জঙ্গিপুর রেগুলেটিং মার্কেট কমিটির (আর, এম, সি) মার্কেট এ্যাসিস্ট্যান্ট গৌতম রুদ্র (বাবুয়া) এখন বিপাকে। গৌতমের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি একজন সরকারী কর্মচারী হিসে কথা গোপন রেখে নিজের নামে সেকেন্ড ক্লাস এনলিসন্টেড কনট্রাকটরের রেজিস্ট্রেশন বার করে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পি, ডবলিউ, ডি ডিভিশন-১ বহরমপুর দপ্তরে রাস্তা রিপেয়ারিং-এর টেন্ডার জমা দেন। শুধু তাই নয় ৩৩% লেসে মিঞাপুর থেকে উমরপুর পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা রিপেয়ারিং এর কাজ করেন। মেমো নং ১৯৪৯ তাং ১০-১২-০৪। মোট বিল ৮,৯২,৩৪৭.০০। আরও জানা যায় ঐ সময় মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট বিল্ডার্স এন্ড কনট্রাকটরস্ এ্যাসোসিয়েশন থেকে গৌতম রুদ্রকে 'তিনি সরকারী কর্মচারী' কিনা জানতে চেয়ে বার বার চিঠি দিলেও তিনি সব কিছু গোপন করে যান। এর আগে একইভাবে তিনি নিজের নামে মুর্শিদাবাদ হাইওয়ে ডিভিশন নং ১-এ প্রায় ১০ লক্ষ টাকার কাজ করেন। মেমো নং ১৮৪১ তাং ২০-১১-২০০০। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ানে সব অনিশ্চয়তা কাটিয়ে বোর্ড গড়ছে বামফ্রন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভা বামফ্রন্টের দখলে এসেও থমকে দাঁড়িয়েছে। ২১ জুন সংবাদ লেখা পর্যন্ত চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করতে পারেনি সি পি এম। অথচ নতুন বোর্ডের কর্মকর্তা নির্বাচনের দিন ২৪ জুন ঘোষণা হয়ে গেছে। চিঠিও পৌঁছে গেছে নব নির্বাচিত কাউন্সিলারদের হাতে। সি পি এমের আট জন ছাড়া ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসের আফ্রিন বিবি ও ১৪ নম্বরের বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী মহঃ বদরুল সেখ বোর্ডে যোগ দিচ্ছেন। এরা সকলেই এখন সি পি এমের ঘেরাটোপের মধ্যে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী দিলীপ সরকারও নয়া বোর্ডে ডিগবাজি খেতে পারেন বলে রীতিমত কানাঘুষা চলছে শহরে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বিড়ি শ্রমিকদের দর বৃদ্ধি নিয়ে কিছুই হয় নি

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিড়ি শ্রমিকদের মূল্য বৃদ্ধির দাবীতে সিটুসহ আট বামপন্থী সংগঠনের ডাকা ১৬ জুনের বন্ধ জঙ্গিপুর মহকুমায় বিশেষ সাড়া দেয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে ২০ জুন জেলা শাসকের চেম্বারে স্টেট লেবার সেক্রেটারী, জয়েন কমিশনার লেবার কমিশনের উপস্থিতিতে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বসে। সভায় সব পক্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকলেও দর বৃদ্ধি নিয়ে কিছুই হয় নি। এ প্রসঙ্গে অরঙ্গাবাদ বিড়ি মারচেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী রাজকুমার জৈন (শেষ পৃষ্ঠায়)

গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন নিয়ে মির্জাপুর অঞ্চলে শক্তির লড়াই

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৬টি বুথের মধ্যে ১০টিতে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মির্জাপুর অঞ্চলের যুব কংগ্রেস নেতা অজয় চ্যাটার্জীর (বাপি) অভিযোগ, এখানে কোন বুথেই এলাকার মানুষ নিজস্ব মতামত রাখতে পারেন নি। সব ক্ষেত্রে সি পি এম সমাজবিরোধীরা দাপট দেখিয়েছে। বৈদপুর ৫ নং বুথে ও গনকরের ৯ নং বুথে কংগ্রেস (শেষ পৃষ্ঠায়)

বামফ্রন্ট বোর্ড গড়লে অস্থায়ী কর্মচারীরা কি থাকবে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুর নির্বাচনের আগে ধুলিয়ান পৌরসভার একচ্ছত্র অধিপতি সফর আলী পরিচালিত বোর্ড ৩০ জন কর্মচারীকে মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনে 'নো ওয়ার্ক' নো পে' চুক্তিতে নিযুক্ত করেন। এ ছাড়া পৌরসভা নাকি চালানো সম্ভব ছিল না। আরো জানা যায়, ধুলিয়ান পৌরসভা নাকি পঃ বঙ্গের মধ্যে একমাত্র পৌরসভা যার (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই আষাঢ়, বুধবার, ১৪১২ সাল।

বাঙালী রসনায় ইলিশ

বাঙালির পাতে মাছ ভাত তাহার রসনাতৃপ্তির উপাদেয় উপকরণ। আর পাঁচটি ব্যঞ্জনের প্রয়োজন হয় না যদি ভাতের সঙ্গে থাকে দুই এক টুকরা মাছ। বাঙালী শুধু ভেতোই নয়, মেছোও। কাজে কর্মে উৎসবে-অনুষ্ঠানে খাবারের মেনুতে মাছের উপস্থিতি বা অধিষ্ঠান একান্তই অপরিহার্য। কাহারো কাহারো নিকটে মাছ নাকি শুভদা, সুলক্ষণা। বিবাহ অনুষ্ঠানে মাঙ্গলিকতার প্রতীক বলিয়া বিবেচিত। 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' গ্রন্থে এই রকম একটি ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রটি গার্হস্থ্য। স্ত্রী স্বামীর পাতে যে খাদ্য পরিবেশন করিতেছেন তাহাতে আছে ভাত, দুধ, ঘি এবং মাছ। পরম ভাগ্যবান স্বামী তাহা ভোজন করিয়া শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি নয়, রসনাও তৃপ্ত করিতেছেন। ইহাতো সাহিত্যের কথা। বাস্তবে এই বঙ্গদেশে এমন একটি দিন ছিল যখন বাঙালীর অনেকেরই ঘরে থাকিত গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু এবং পুকুর ভরা মাছ। সেদিন বিগত। এখন সাধ্যানুসারে বাঙালী গৃহস্থকে হাট-বাজার হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। বাঙালীর অতি আদরের মাছ এখন দরে নাগালের বাহিরে। দেখিয়া শুনিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া পকেটের অসঙ্গতিতে লোল সম্বরণ করিয়া মেছো বাঙালীকে ফিরিয়া যাইতে হয়। বাড়িতে যেদিন মাছ আসে সেদিন একটা ছোট খাটো উৎসবের মেজাজ।

যদি তাহা ইলিশ হয় তবে তো আর কথায় নাই। জলের রুপালী ফসল ইলিশ! গঙ্গা পদ্মায় তাহার অবস্থান। আজকাল মাছের বাজারে তাহাদের বিরল সাক্ষাৎ ঘটে। বছরের বেশির ভাগ সময়েই সে কথা দুর্লভ দর্শন। কখনও সখনও তাহার অভ্যুদয় ঘটিলেও তাহা উদার অভ্যুদয় নহে। আর মূল্যে তো অমূল্য বা দুর্মূল্য। রসনায় লালসা উদ্রিক্ত হইলেও পকেটেরও গরম গরম তাপ মাত্রা থাকা প্রয়োজন। নহিলে দর্শনেই রসনায় তৃপ্তি ঘটাইতে হয়। বাঙালীর কাছে একটি খবর সুখবর কিনা জানিনা—একটি সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ—ইলিশের আকাল আর থাকিবে না। বাংলাদেশ হইতে ইলিশ আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন রাজ্য সরকার। সড়ক পথে ইলিশ আমদানির উপর কেন্দ্র নাকি নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইয়াছেন। জামাইষষ্ঠীর দিন বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া উনিশ লরি ইলিশ আসিয়াছে এই দেশে। আকারে তাহারা বড় না হইলেও দরে তাহারা দীর্ঘায়ত। তাহার নাগাল স্পর্শ করা সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের দুঃসাধ্য। তাহা হইলে কী? রোজ রোজ না হউক একদিন তো পাতে পাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়! বাঙালী যে ভোজন রসিক। রসনা তাহাদের কম নয়। যাহাদের সম্পর্কে বলা হয়—তাহারা নাকি ঋণ করিয়া ঘি খায়—সুতরাং তাহারা দর বেশি বলিয়া ইলিশকে অনাদরে ঠেলিয়া রাখিবে না। রান্নার বহুমাত্রিক পদবাচ্য ইলিশ তাহাদের রসনা তৃপ্তিতে একম্ এবং অদ্বিতীয়ম।

এ পার বাংলায় ইলিশের দেখা মেলা ভার। মৎস্য জীবীরাও হতাশ। নদীও কৃপণা। কোলাঘাট, রূপনারায়ণের তীরেও ইলিশের বিরল সাক্ষাৎ। দরে এবং আদরে কৌলিন্যের শিরোপা পাওয়া ইলিশ এ দেশের নদী বন্দরে বাজারে হাটে শুধু দুর্মূল্যই নয়, দুর্লভও বটে। কে জানে ইলিশ একদিন ইতিহাস হইয়া যাইবে কিনা!

একখানি মেঘ ধার দিতে পার?

সুমন পাঠক

কী দারুণ দাবদাহ! চারিদিক জ্বলছে। বাতাসে আগুনের হলকা। মাঠ ফুটিফাটা। গাছপালা নিথর, যেন ধুকছে। আকাশ গন্‌গনে যেন আগুনের ভাটা। তার তাপ প্রবাহ দিকে দিকে। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পথ ঘাট কেমন যেন শুনশান। যদি বা কেউ পথে ঘাটে কাজের তাগিদে, তপ্ত পথে তারা ত্রস্ত পদ। ঘরের ভিতরে যারা আছেন তাদেরও শান্তি নাই। ভ্যাপসা গরমে জীবন আই ঢাই অবস্থা। তাপমাত্রার পারদ প্রতিদিনই যেন উর্ধ্বগামী। গুমোটও পাল্লা দিয়ে চলছে তার পায়ে পায়ে। চারিদিক শুষ্ক বিশুষ্ক। বাতাসে আর্দ্রতা। ঘাম আর ঘামাচিতে অতি বিব্রত অনেকেই। জলস্তর নেমে যাওয়াই জল সংগ্রহে ধরেছে টান আর টানাটানি। নলকূপের শুষ্ক কণ্ঠে শুধু হাসফাসানি। শত চেষ্টায় গলা ভিজাবার মত নিষ্ঠীবন টুকুও বার হয়ে আসে না। এ দুঃসহ অবস্থা আর কতদিন চলতে থাকবে কে জানে। আবহাওয়াবিদ্‌রাও এ বিষয়ে ভর্সা দিতে পারছেন কৈ? তাদের কথা—বর্ষা নাকি গোয়া এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে বন্দী হয়ে পড়েছে। মৌসুমী নাকি এখন ন যথৌ ন তস্থৌ অবস্থায়। সাধারণতঃ আমাদের রাজ্যে ১০ জুনের মধ্যে বর্ষা এসে থাকে। এবার তার অনুপস্থিতি সবাইকে চরম সংকটের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। খবরে প্রকাশ, দেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ পূর্ব অংশে এখন ঘোরতর বর্ষা চলছে। কেরল, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, গোয়ায় চলছে মৌসুমী হাওয়ার আথালি পাথালি। অথচ আমাদের রাজ্যে কোথাও কোথাও শান্তিজল ছিটিয়ে কমণ্ডলুর মুখে ছিপি এঁটে দিয়েছেন বরুণদেব। দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে আকস্মিক ঝড় ঝাপটায় ঘর বাড়ির ক্ষতি হয়েছে কয়েকদিন আগে। কাজের কাজ কিছু হয়নি। ক্ষতির পরিমাণ, মানুষের দুর্গতির মাত্রা তাতে বেড়েছে মাত্র। স্বস্তি আসে নি। ঝলসানো আকাশের গায়ে মেঘের বিন্দুমাত্র সঞ্চার চোখে পড়ছে না। তপের তাপের বাঁধন কবে যে কাটবে তা কেউ বলতে পারছে না। ভারতের অন্যান্য প্রান্তে যখন বর্ষার শ্যাম সমারোহ তখন বরুণের কাছে বিনতি ভরা প্রশ্ন: এই দুঃসহ যন্ত্রণার দিনে একখানা জলভরা মেঘ আমাদের ধার দিতে পার কী? তাপিত পৃথিবী, সন্তপ্ত মানুষ লাভ করুক কিছুটা শান্তি, কিছু সোয়াস্তি। আষাঢ় তো এসে গেছে। রামগিরি পাহাড় হতে অথবা সমুদ্রের উপকূলভাগ হতে মেঘের সিংহবাহনে সেই রকম কোন স্বস্তি চান বা স্বস্তি বার্তা। বহন করে আনতে পেরেছে কী?

সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

পৃথিবীর এক একটা দেশ এবং জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যায় সেই দেশের যুবক সংঘ এবং তরুণের দল। যে জাতির তরুণ সম্প্রদায় জাগে নাই কিম্বা জাগিয়াও বুদ্ধির দোষে বিপথে বিচরণ করিতে অগ্রসর হয় সেই জাতির দুর্গতির আর অবধি থাকে না।

আজ বাংলাদেশ জাগে নাই একথা বলিতে পারিনা, বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের ভিতরে জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায় নাই এ কথাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু যে তরুণের প্রচণ্ড শক্তি বিকাশ লক্ষ্য করিয়া দেশবাসী আশার পুলকে নাচিয়া উঠিবে সেই তরুণের শক্তি সামর্থ্যের অপব্যবহার দেখিয়া আজ দেশবাসীর মন নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে তরুণ দল আজ একেবারে পিছাইয়া (৩য় পৃষ্ঠায়)

সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। মনিগ্রামের পশ্চিম মাঠের বিস্তীর্ণ জমি জেলাশাসকের মাধ্যমে একোয়ার করে পি, ডি, সি, এল ও চীনের ডংফং নামক কোম্পানীর উদ্যোগে প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়েছে। ম্যাকনেল কোম্পানীর সহযোগিতায় জঙ্গিপুর মহকুমায় দ্বিতীয় বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উঠছে। তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার কমলেশ চ্যাটার্জী এবং সিনিয়র ম্যানেজার (সিভিল) জি, পি, মুখার্জীর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় দ্রুত কাজ এগিয়ে চলেছে। এলাকার বহু মানুষ কারিগরী সংস্থাগুলোতে কাজ পেয়েছেন।

সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার (২য় পৃষ্ঠার পর)

পড়িয়াছে। মানিয়া লইলাম যে দেশে আজ তেমন উপযুক্ত নেতার অভাব হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই তরুণ দল সে পথে নিজেদের শক্তি বিকাশের উপযুক্ত পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহারা আজ যেভাবে শক্তির অপচয় করিতেছে—যে ভাবে তাহারা পান্ডিত্যের বড়াই এবং আত্মম্ভরিতার আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে ভাবিলে বাস্তবিকই দুঃখে অনুশোচনায় হতাশ হইয়া পড়িতে হয়।

বাংলা সাহিত্যে আজকাল একদল তরুণের আমদানী হইয়াছে। তাহাদের লেখা পড়িয়া বাস্তবিকই মনে হয় যে ভাষার উপর তাহাদের রীতমত দখল আছে কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে তাহাদের ভিতর জনকয়েক তরুণ সাহিত্যিক আজ পাশ্চাত্যের হুবহু নকল করিতে যাইয়া এমন অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ গল্পের আমদানী করিয়া দেশবাসীকে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে তাহা বাস্তবিকই অমার্জনীয়। আমরা কিছুতেই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিনা যে ভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভদ্র সমাজে বাস করিয়া, ভদ্রশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরে থাকিয়া, শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া উহারা কেমন করিয়া এমন নির্লজ্জ ইতরতার পরিচয় দিতে পারিতেছে? ইহাদের পিতামাতা নাই? ভ্রাতা ভগিনী নাই? পণ্যের দরে দেহ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা সমাজে যাহাদের একমাত্র ব্যবসায়, তাহাদেরও হয়ত যতটুকু চক্ষুলজ্জা আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আজ এই আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকদলের নিতান্ত ঘৃণিত, কুৎসিত ইঙ্গিতপূর্ণ গল্প লেখার দুঃসাহস দেখিয়া মনে হয় যেন তাহাদের ভিতর সেটুকুর অস্তিত্বও নাই।

কয়েকজন তরুণ লেখকের ধারণা হয়তো এই যে নরনারীর যৌন সম্বন্ধের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারিলেই সে লেখা বস্তুতান্ত্রিক হইল। কিন্তু এই সব তরল সাহিত্যে যাহারা বস্তুতন্ত্রের দোহাই দিয়া ইন্দ্রিয় বিকারের বীভৎস দৃশ্য উলঙ্গ করিয়া দেখাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না, তাহারা যে নিজেদের কলুষিত জঘন্য চরিত্রেরই পরিচয় দিয়া থাকে তাহা তাহাদেরই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে না।

রুচিবাগীশের দল অবশ্য বলিয়া থাকেন, যে * দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রই আজ বাংলা সাহিত্য কলুষিত করিবার অগ্রদূত। আমরা সেই রুচিবাগীশদের কৃপার চক্ষেই দেখিয়া থাকি। তাঁহাদের নজর ছোট মন সংকীর্ণ—তাই তাহারা অন্তরের দিক লক্ষ্য করিয়া বিচার করিবার ধৈর্য্য রাখিতে পারেন না, দেহের মিলন ঘটিবার আভাস মাত্র দেখিয়াই তাঁহারা নাক সিঁটকাইয়া গলদ-ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রেম যে কত বড়, কত মহীয়ান, মানব মনের পরিসর যে কত বিস্তৃত, অতি সাধারণ বাসনা কামনার সীমা রেখা অতিক্রম করিয়াও যে প্রেম কোন অফুরন্ত অনন্তের পানে আপনার মাহাত্ম্য বিকাশ করিয়া চলিয়া যায় তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। একথা আজ যে অস্বীকার করে সে হয় মূর্খ, না হয় বিকৃত মস্তিষ্ক।

কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল অকালপক্ক তরুণ লেখক আজ শরৎ রবীন্দ্রের অনুকরণ করিতেছে বলিয়া মনে মনে গর্বানুভব করে এবং অহরহ বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার কলুষিত আবর্জনায় ভরপুর করিয়া তুলিতেছে তাহাদের অসংযত লেখনী আজ সংযত করিয়া দিবার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শুধু সমালোচনায় নয়, শুধু তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করিয়া নয়, ঐ সকল ইতর সাহিত্যস্রষ্টাদের শুধু ভাষার কশাঘাতে সাময়িক পত্র ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিলেই চলিবে না। বাছিয়া বাছিয়া উহাদের ধরিয়া আনিয়া, জনসাধারণের পক্ষ হইতে সমগ্র জাতির কল্যাণহেতু প্রশস্ত রাজপথের চৌমাথায় দাঁড় করাইয়া তাহাদের পশ্চাৎভাগে চাবুক লাগাইয়া রক্তগঙ্গা বহাইয়া দিতে হইবে—তবে যদি সায়েস্তা হয়—তবে যদি তাহাদের আক্কেল হয়। যেমন ব্যাধি তার তেমনি ঔষধের ব্যবস্থা করা চাই নতুবা বাঙ্গালীর আশা নাই—বাংলা ভাষার অশেষ দুর্গতি অনিবার্য্য।

যে স্বেচ্ছাচারী শয়তানের দল আজ বাণীর শ্বেত পদ্মবনে প্রবেশ করিয়া উচ্ছৃংখলতার চূড়ান্ত করিয়া বেড়াইতেছে—হে ভগবান! তুমি তাহাদের মস্তক আজ বজ্রাঘাতে চূর্ণ করিয়া দাও।

প্রকাশকাল : ১৩৩৬ সাল

পাত্র চাই

পাত্রী মাহিষ্য, স্নাতক, স্থায়ী কর্মরতা ৫৫০০, নিঃসন্তান বিধবা ৩২, ৫'। স্থায়ী কর্মরত / উচ্চ ব্যবসায়ী ৩৫-৩৮ সৎ সঃ-অসঃ পাত্র কাম্য।

দেবাশীষ দাস
গোডাউন রোড, রঘুনাথগঞ্জ

শ্রীমা শিল্প নিকেতন

পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ফোন : ২৭১০৬৫, ২৬৭১৪৮, ২৫৩৬৯৮
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

অষ্টম শ্রেণী, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র ছাত্রীরা গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী, গ্রামীণ নার্স, বিভিন্ন হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। আসন সংখ্যা সীমিত। প্রশিক্ষণ শেষে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা আছে।

DRAFT QUOTATION NOTICE

"Superintendent, Berhampore Central Correctional Home invites sealed quotations for 1. Maintenance Charges of 8 Nos. Diesel Gas Ovens & 2. Repairing Charges of 75 KVA Diesel Generator. Quotation will be received upto 12·00 Noon on 15-06-05. Details may be had from the Office of the undersigned on any working day on application."

Yours faithfully,
Sd/- Superintendent
27-5-05 Berhampore Central Correctional Home

স্মারক নং ৩৬৫ (২) তাং ১-৬-০৫

বোর্ড গড়ছে বামফ্রন্ট (১ম পৃষ্ঠার পর)

বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত মত সি পি এম চেয়ারম্যান ও ফঃ ব্লক ভাইস চেয়ারম্যানের পদ পাবে। তাই এখানে ফঃ ব্লকের সত'গুলো স্বাভাবিকভাবে প্রাধান্য পেয়ে যাছে।

২০০৫ সালের ধুলিয়ান পৌরসভার ভোটের চালচিত্র বড়ই বৈচিত্র্যময়। নির্বাচনের শেষ দিন পর্যন্ত চেয়ারম্যান সফর আ ল। অশিক্ষিত, অমার্জিত অশালীন কিন্তু দুঃসাহসী এবং সুচতুর এই ব্যক্তিটি অধীর চৌধুরীর পেয়ারের লোক হিসাবে কংগ্রেসীদের কাছে পরিচিত। নির্বাচনী প্রচারে এসেও অধীর চৌধুরী তাঁকে বিহারের লালু যাদবের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। অদৃষ্টের পরিহাস ধুলিয়ান পৌর নির্বাচনের ফলাফল। বিহারের লালু যাদবের নির্বাচনী ফলাফলের মতই হয়েছে। প্রভূত ক্ষমতা এবং অর্থের বিনিময়ে সফর নিজের মান রক্ষা করলেও দলকে জেতাতে পারেন নি। দলের ভরাডুবির জন্য নিজের লোকেরাই এখন তাঁর উপর দোষ চাপাচ্ছে। ধুলিয়ানে অধীরের চমক এবং ধমক কোনটাই নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে নি। কাজে লাগেনি প্রণব মুখার্জীর মত হেভিওয়েট নেতার ঝটিকা প্রচারও। কংগ্রেস দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং খেয়োখেয়িই শেষ পর্যন্ত পৌর নির্বাচনে তাদের বিপর্যয় এনে দিয়েছে। ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ৭টি, সি পি এম ৮টি, ফঃ ব্লক ১টি এবং নির্দল ৩টি। এই তিন নির্দলই ধুলিয়ান পৌরসভার ক্ষমতা দখলের তুরুপের তাস। এ ছাড়া দু' একজন ক্ষমতালোভী আয়ারাম গয়ারাম কংগ্রেস ও সি পি এমের মধ্যে আছেই। তারা অতি সন্তর্পণে ক্ষমতা যেদিকে সেদিকেই পা বাড়িয়ে আছে। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিতে ধুলিয়ান পৌরসভা বামফ্রন্টের দখলে এলেও কতদিন থাকবে এটাও বড় প্রশ্ন। নির্দল তিন সদস্যের মধ্যে দু'জন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী এবং একজন সি পি এমের এক সময়ের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। এখন লটারী এবং অন্যান্য ব্যবসা করে পয়সাওয়ালা লোক হিসাবে পরিচিত। প্রচুর পয়সা খরচ করে ১৩ নং ওয়ার্ড থেকে জিতেছেন এবং তাঁর বাসনা ছিল চেয়ারম্যান হওয়ার। ৪ নং ওয়ার্ডের আনারুল মহলদার (কালু) একজন বিতর্কিত ব্যবসায়ী। তিনিও প্রচুর পয়সা খরচ করেছেন। তোয়াব আলীর কাছের লোক হিসাবে পরিচিত। তিনিও স্বপ্ন দেখেছেন চেয়ারম্যান হওয়ার। অন্যদিকে বামফ্রন্টের লটারীতে জেতা একমাত্র বাঘ গর্জন করছে। ঐ দলের নেতা ইউসুফ হোসেন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন সি পি এম পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনপাকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ফ্রন্টের নীতি ভঙ্গ করে ফঃ ব্লককে উপ-প্রধান করেনি। এবার সুযোগ এসেছে সুদে আসলে শোধ নেবার। পৌরসভায় ফ্রন্টের ক্ষমতা দখলের আগেই তিনপাকুড়িয়ায় উপ-প্রধান তাদের চাই। আর চাই দিঘড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিকে অর্থনৈতিকভাবে সি পি এমের জেলা নেতা শেখর সাহা সমবায় ব্যাঙ্কে বসে অর্থনৈতিকভাবে অচল করে রেখেছেন—তাকে সচল করতে হবে। এই শর্ত মানলে তবেই বাঘ কাস্তে হাতুড়ির সঙ্গে আছে, নইলে নেই। এ দিকে সফর আলী মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন। চেয়ারম্যান হতে না পারলে যেন তার বেঁচে থাকাই বৃথা। সুতরাং ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য বকের মত এক গলা জলে দাঁড়িয়ে এখন প্রহর গুণছেন।

দর বৃদ্ধি নিয়ে কিছুই হয়নি (১ম পৃষ্ঠার পর)

জানান, শুক্রবার বিকেলে ডি এমের চেম্বারে ২৩ জুন ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের একটা চিঠি পায়। তাতে কোন এজেন্ডা উল্লেখ ছিল না। তাই ২০ জুনের সভায় আমরা মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। ২৮ জুন পুনরায় ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে ডি এমের ওখানে।

শক্তির লড়াই (১ম পৃষ্ঠার পর

সমর্থকদের জোর করে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখানো হয়। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠনের নামে এই ধরনের প্রহসন বন্ধে কংগ্রেস থেকে রঘুনাথগঞ্জ ১ এর বিডিও, জঙ্গিপুরের এসডিও এবং ডি এমকে ডেপুটেশন দেয়া হয়। তার প্রেক্ষিতে বাকী বুথ গুলোতে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন স্থগিত রাখা হয়েছে।

অস্থায়ী কর্মচারীরা কি থাকবে? (১ম পৃষ্ঠার পর)

আয়তন এবং লোক সংখ্যা হিসাবে কর্মচারী সংখ্যা অতি নগণ্য। কিন্তু সরকারী অনুমোদন না থাকায় ইতিমধ্যে দু'বার সরকার থেকে ৩০ জনকে ছাঁটাই করার চাপ দেয়া হয়েছে। কংগ্রেস বোর্ড এর বিরুদ্ধে হাইকোর্ট করেছে। এখনো বিচারাধীন। আরও জানা যায় যে ৩০ জনের রেজুলিউশন হয়েছে তাদের মধ্যে দৈনিক মজুরীতে দু' তিন বছর কাজ করছেন এমন সংখ্যা দশ জন। বাকিরা কেউ সাত মাস আট মাস কাজ করছেন।

গৌতম রুদ্রের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স (১ম পৃষ্ঠার পর)

এরপর পুর ভোটের দামামা বেজে ওঠে। গৌতম জঙ্গিপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ফঃ ব্লকের প্রার্থীর জন্য সরকারী স্বীকৃতি আদায়ের আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু শেষে ব্যর্থ হন। এদিকে একজন সরকারী কর্মচারী কিভাবে নিজের নামে ঠিকাদারী করতে পারেন জানতে চেয়ে পুর ভোটের বেশ কিছু দিন আগে ভিজিলেন্স থেকে চিঠি আসে গৌতম রুদ্রের কর্মস্থল জঙ্গিপুর আর, এম, সি দপ্তরে। এই প্রসঙ্গে আর, এম, সির সেক্রেটারী দিব্যেন্দুকুমার চৌধুরী জানান, ভিজিলেন্স দপ্তর আমাদের স্টাফ গৌতম রুদ্র এনলিসটেড কনট্রাকটর কিনা জানতে চায়। আমি যথারীতি তার উত্তর পাঠিয়ে দিয়েছি। 'গৌতম রুদ্র পুর ভোটে দাঁড়ানোর পারমিশন পেলেন না কেন' প্রশ্নের উত্তরে দিব্যেন্দুবাবু বলেন, গৌতম পারমিশনের জন্য আমার কাছে আবেদন জানালে আমি আমাদের কলকাতা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ওরা আর, এম, সির চেয়ারম্যান ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নোট সীটে 'নো অবজেকসন' পাস করিয়ে নিতে বলেন। আমি ঐ ভাবে সব পেপার তৈরী করে নিলেও গৌতম রুদ্র পরবর্তীতে এ ব্যাপারে আর আগ্রহ দেখান নি। অনুসন্ধানে জানা যায়, ফঃ ব্লক পার্টির দৌলতে ১৯৯৫ সালে গৌতম রুদ্র ক্যাজুয়াল কর্মী হিসাবে ওখানে ঢোকেন। ২০০৫ সালে তাঁর চাকরী স্থায়ী হয়। গৌতম রুদ্রের উপর চেকপোস্টগুলো চেকিং এর ভার থাকলেও নেতার দাপট দেখিয়ে তিনি প্রথম থেকেই মাস মাইনের দিন ছাড়া নাকি অফিস-মুখো হননি। ঐ দিনই হাজিরা খাতায় পুরো মাসের উপস্থিতি দেখিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায়, চাকরী পাবার আগে গৌতম ইউ বি আই রঘুনাথগঞ্জ শাখার মিনি ডিপোজিট এজেন্ট ছিলেন। কিন্তু চাকরী পাবার পরও সব কিছু গোপন রেখে ঐ ব্যাঙ্কের কর্মী সহোদর আশিস রুদ্রের মদতে অরুণ সরকার নামে এক বেকার ছেলেকে দিয়ে ঐ কাজ নিজের নামে বছরের পর বছর চালু রেখে যান। এর মাঝে আশিস রুদ্র স্বেচ্ছায় অবসর নেন। একজন সরকারী কর্মচারী নিজের নামে বেআইনীভাবে মিনি ডিপোজিট এজেন্টের কাজ চালু রাখার কথা ইউ বি আই এর হেড অফিস পর্যন্ত চলে যায়। শেষে হেড অফিসের নির্দেশে তদানীন্তন ম্যানেজার শতদল ধর গৌতম রুদ্রকে শো কজ করেন এবং যথোপযুক্ত উত্তর না পেয়ে তার এজেন্সী বাতিল করে দেন।

হাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।